হলকস্টের সময় একা একজন মহিলার প্রচেষ্টায় কিভাবে ২৫০০ বাচ্চাদের প্রাণ বাঁচল

জেনিফার রয়

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা

আশার কলস

হলকস্টের সময় একা একজন মহিলার প্রচেষ্টায় কিভাবে ২৫০০ বাচ্চাদের প্রাণ বাঁচল

অটওয়ক, পোলান্ড, ১৯১৭

আইরেনা অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিল।

কিভাবে মানুষ কিভাবে ভিন্ন মানুষের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করে।

কখনো কখনো ডাক্তারের কাছে দেখাতে যাবার সময়, আইরেনার বাবা আইরেনাকে তাঁর সাথে নিয়ে যেতেন। যেখানে ডাক্তার দেখাতে যেতেন সেই অঞ্চলে বাচ্চারা ইড্ডিস ভাষায় কথা বলত। তারা ইহুদিদের মন্দিরে পুজো দিতে যেত।

ইহুদিদের সম্বন্ধে মানুষ যে খারাপ কথাগুলো বলত তা আইরেনারও কানে আসত । তার আশপাশের আর চেনাজানা লোকেরা ইহুদি এলাকা থেকে দূরে দূরে থাকত। আইরেনা কিন্তু ইহুদি ছেলেমেয়েদের সাথে প্রায়ই খেলত।

"বাবা, সত্যি কি কিছু মানুষ অন্য মানুষদের থেকে অনেক বেশী উঁচু দরের হয়, এত আলাদা হয়?" আইরেনা জানতে চাইল।

তাঁর বাবা বললেন, “আইরেনা। আমাদের পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে, ভাল আর খারাপ। ধনী আর দরিদ্রের যেমন কোনো ভেদাভেদ হয় না, তেমনই ধর্ম, ভাষা, আর জাতির নিরিখেও কোনো ভেদাভেদ হওয়া উচিত না। শুধুমাত্র এটাই দেখা উচিত যে একজন মানুষ ভাল না খারাপ।”

আইরেনার যখন মাত্র ৭ বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যান। কিন্তু তাঁর দামী কথাগুলো আইরেনার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য থেকে যায়।
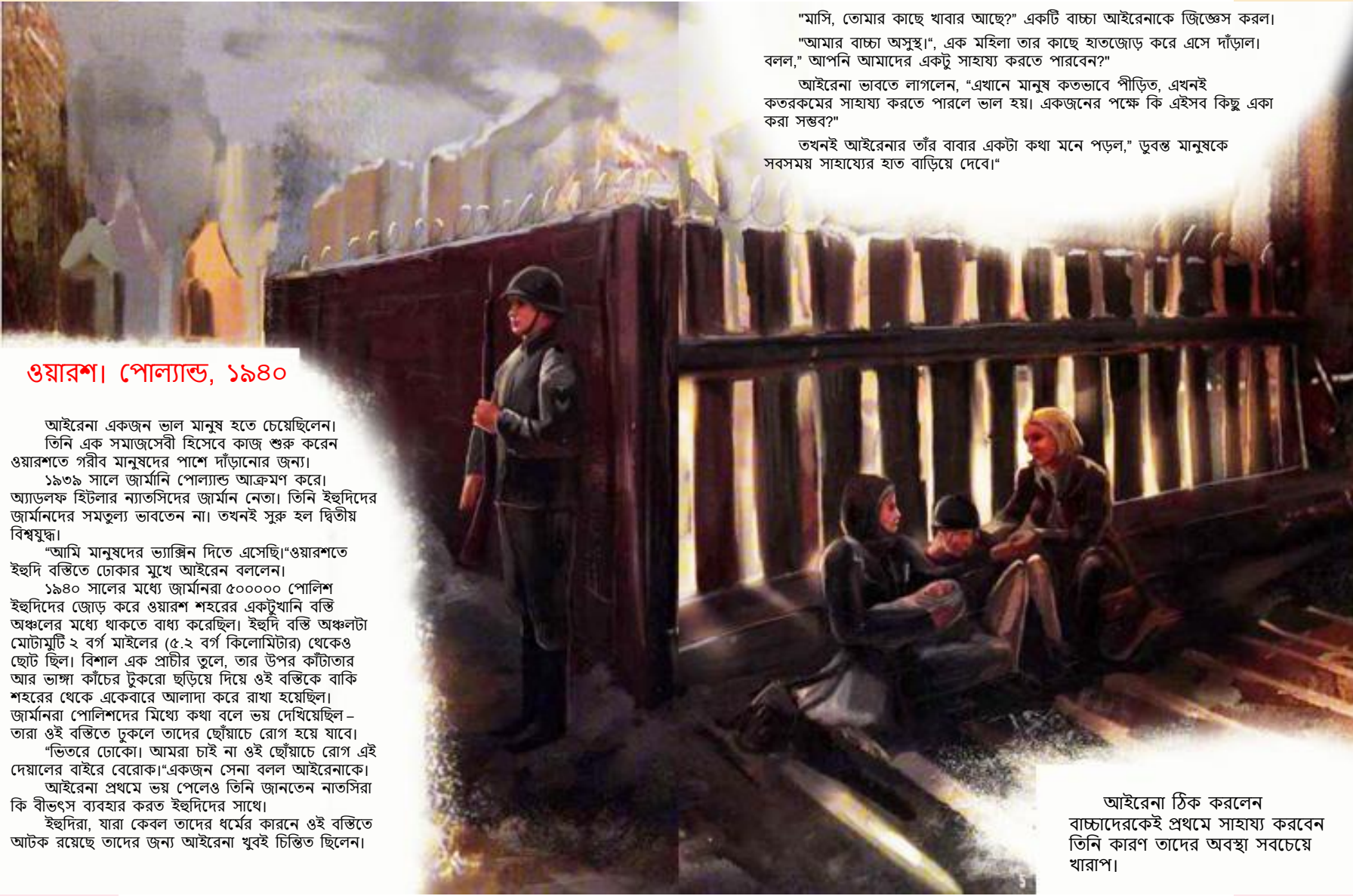
ওয়ারশ। পোল্যান্ড, ১৯৪০

আইরেনা একজন ভাল মানুষ হতে চেয়েছিলেন।

তিনি এক সমাজসেবী হিসেবে কাজ শুরু করেন ওয়ারশতে গরীব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

১৯৩৯ সালে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। অ্যাডলফ হিটলার ন্যাতসিদের জার্মান নেতা। তিনি ইহুদিদের জার্মানদের সমতুল্য ভাবতেন না। তখনই সুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

"আমি মানুষদের ভ্যাক্সিন দিতে এসেছি।"ওয়ারশতে ইহুদি বস্তিতে ঢোকার মুখে আইরেন বললেন।

১৯৪০ সালের মধ্যে জার্মানরা ৫০০০০০ পোলিশ ইহুদিদের জোড় করে ওয়ারশ শহরের একটুখানি বস্তি অঞ্চলের মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছিল। ইহুদি বস্তি অঞ্চলটা মোটামুটি ২ বর্গ মাইলের (৫.২ বর্গ কিলোমিটার) থেকেও ছোট ছিল। বিশাল এক প্রাচীর তুলে, তার উপর কাঁটাতার আর ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে ওই বস্তিকে বাকি শহরের থেকে একেবারে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। জার্মানরা পোলিশদের মিথ্যে কথা বলে ভয় দেখিয়েছিল – তারা ওই বস্তিতে ঢুকলে তাদের ছোঁয়াচে রোগ হয়ে যাবে।

"ভিতরে ঢোকো। আমরা চাই না ওই ছোঁয়াচে রোগ এই দেয়ালের বাইরে বেরোক।"একজন সেনা বলল আইরেনাকে।

আইরেনা প্রথমে ভয় পেলেও তিনি জানতেন নাতসিরা কি বীভৎস ব্যবহার করত ইহুদিদের সাথে।

ইহুদিরা, যারা কেবল তাদের ধর্মের কারনে ওই বস্তিতে আটক রয়েছে তাদের জন্য আইরেনা খুবই চিন্তিত ছিলেন।

"মাসি, তোমার কাছে খাবার আছে?" একটি বাচ্চা আইরেনাকে জিজ্ঞেস করল।

"আমার বাচ্চা অসুস্থ।", এক মহিলা তার কাছে হাতজোড় করে এসে দাঁড়াল। বলল," আপনি আমাদের একটু সাহায্য করতে পারবেন?"

আইরেনা ভাবতে লাগলেন, "এখানে মানুষ কতভাবে পীড়িত, এখনই কতরকমের সাহায্য করতে পারলে ভাল হয়। একজনের পক্ষে কি এইসব কিছু একা করা সম্ভব?"

তখনই আইরেনার তাঁর বাবার একটা কথা মনে পড়ল," ডুবন্ত মানুষকে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।"

আইরেনা ঠিক করলেন বাচ্চাদেরকেই প্রথমে সাহায্য করবেন তিনি কারণ তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ।

১৯৪২ সাল থেকে, জার্মান সৈন্যরা প্রতিদিন ৬০০০ র থেকেও বেশী ইহুদিদের জোড় করে ট্রেনে গবাদী পশুর কামড়ায় করে চালান করছিল। তারা কোথায় যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে ইহুদিদের কোনো ধারণাই ছিল না। ট্রেনগুলো তাদের নিয়ে ট্রেবলিঙ্কা পর্যন্ত যাচ্ছিল, যেখানে নাতসিরা তাদের মারবার ফাঁদ পেতেছিল।

আইরেনা তাঁর কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাথে কথা বললেন।

আইরেনা বললেন, "আমরা খুবই সতর্ক ভাবে এই বস্তিতে খাবার আর ওষুধ পৌঁছাতে পারি।"

"সে তো খুবই বিপজ্জনক কাজ।" তাঁর এক বন্ধু জাগা পিয়োত্রস্কা ভয় পেয়ে বললেন। "যদি নাতসিরা আমাদের ধরে ফেলে, আমাদের মেরে ফেলবে তারা।"

"বল, তুমি কি পারবে?" আইরেনা জানতে চাইলেন।

"নিশ্চই।"জাগা দৃঢ়তার সাথে বললেন।

আইরেনা আর তাঁর সহকারীরা এরপর লুকিয়ে লকিয়ে ইহুদি বস্তিতে খাবার, ওষুধ, আর সব রকমের সাহায্য পৌঁছাতে লাগলেন। খুব শীঘ্রই তাঁদের এই কাজ খুবই জরুরি আর তার সাথে সাথে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে লাগল।

আইরেনা সংগঠন তৈরি করে ফেললেন।

তাঁর অনেক সাহায্যকারী ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন ট্রাকচালক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল অ্যান্টনি। তাঁর কাছে ইহুদি বস্তির মধ্যে ট্রাক নিয়ে যাতায়াত করার অনুমতি ছিল। সেইবার প্রথমবার তিনি আর আইরেনা মিলে একটি ছোট বাচ্চাকে ট্রাকে করে লুকিয়ে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। বাচ্চাটা কান্না জুড়ে দেয়। আর ঠিক তখনই গেটে জার্মান সেনাদের কাছে তাঁদের প্রায় ধরা পরার উপক্রম হয়।

এরপরের বার আইরেনা যখন আরেকটা বাচ্চাকে ট্রাকে করে নিয়ে আসতে যান, তিনি সামনের সিটে একটা বিশাল কুকুরকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যান। সামনের সিটে কুকুর?

অ্যান্টনি বললেন, "এ হল শেপ্সি। এর দারুন বুদ্ধি আর এ খুব ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্তও।"

ফিসফিস করে তিনি আরোও বললেন,"এ থাকলে পিছনে বাচ্চা কাঁদলেও কোনো ভয়ের থাকবে না।"

ট্রাকটা ধীরে ধীরে বর্ডারের কাছে এগোয় আর গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক তখনই পিছনের বাচ্চাটি চীতকার করে কান্না জোড়ে। গেট রক্ষী এগিয়ে আসে।

"এ বাবা! এবার আমরা ঠিক ধরা পড়ে যাব।" আইরেনা ভাবে।

আর এমন সময়, অ্যান্টনি শেপ্সির পায়ে একটা টোকা দেন। বিশাল কুকুরটা তারস্বরে ডাকতে শুরু করে। আর সেই শুনে সৈন্যদের কাছে যে কুকুরগুলি ছিল তারাও চিল্লাতে শুরু করে। সেই চীৎকারে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ডুবে যায়, ট্রাকও বস্তির গেট পেরিয়ে যায়।

১৮ জুলাই, ১৯৪২

আইরেনা দরজায় ধাক্কা দেয়।

দরজা যেই খোলে, তিনি জোড়ে এক নিঃশ্বাস নিয়ে ভিতরে ঢোকেন।

তিনি বলেন, “ব্যস সময় হয়ে গেছে।“

হেনিয়া কপ্লেল আইরেনার হাতের ছুতোরের যন্ত্রপাতির বাক্সে তাঁর ছোট্ট কন্যাটিকে খুব সাবধানে শুইয়ে দেন। আইরেনা বাচ্চা বিয়েটার ছোট্ট নিষ্পাপ মুখ, তার কম্বলে জড়ানো ছোট্ট দেহটার দিকে তাকান। বাচ্চাটি মিষ্টি করে হাসে। আইরেনা তার মুখে এক ড্রপার ওষুধ ঢেলে দেন তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য। কম্বলটা তিনি ঠিক করে টেনে দেন। দেখে নেন যাতে বাক্সটিতে হাওয়া চলাচলের পথগুলো ঠিক আছে নাকি।

যেই না আইরেনা বাক্সটা বন্ধ করতে যাবেন, বাচ্চাটার দাদু হাত গলিয়ে একটা জিনিস ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়।

কি ছিল জানো সেটা? সেটা ছিল একটা রূপোর চামচ যাতে বাচ্চাটার নাম আর জন্মতারিখ খোদাই করা ছিলঃ এলজবিয়েটা, ৫ জানুয়ারি ১৯৪২।

“মা আর বাবার কাছ থেকে একটা উপহার।“ বলতে গিয়ে নিঃশব্দে তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পরে।

আইরেনা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তিনি ইহুদি বস্তির আরও ভিতরে এগিয়ে চলেন তাঁর মূল্যবান মালগাড়ী নিয়ে।

আইরেনা আরোও দরজা ধাক্কান।

“তোমাদের মধ্যে কারাকারা বাচ্চাদের আমার সঙ্গে যেতে দিতে চাও। আমার সাথে ওদের যেতে দাও। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওদের প্রাণ বাঁচাতে।“

“আপনি আমাদের কি আশ্বাস দিতে পারেন যে আমাদের বাচ্চারা আপনার সাথে ছেড়ে দিলে প্রাণে বাঁচবে?” মা বাবারা আইরেনাকে জিজ্ঞেস করলেন। “আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে তোমাদের বাচ্চারা এখানে থাকলে মারা যাবে।“ আইরেনা জবাব দিলেন।

যখন বাবামায়েরা তাদের বাচ্চাদের যেতে দিলেন আইরেনাকে একটা মনস্থির করতে হল – কিভাবে এই বাচ্চাদের সবচেয়ে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া যায়।
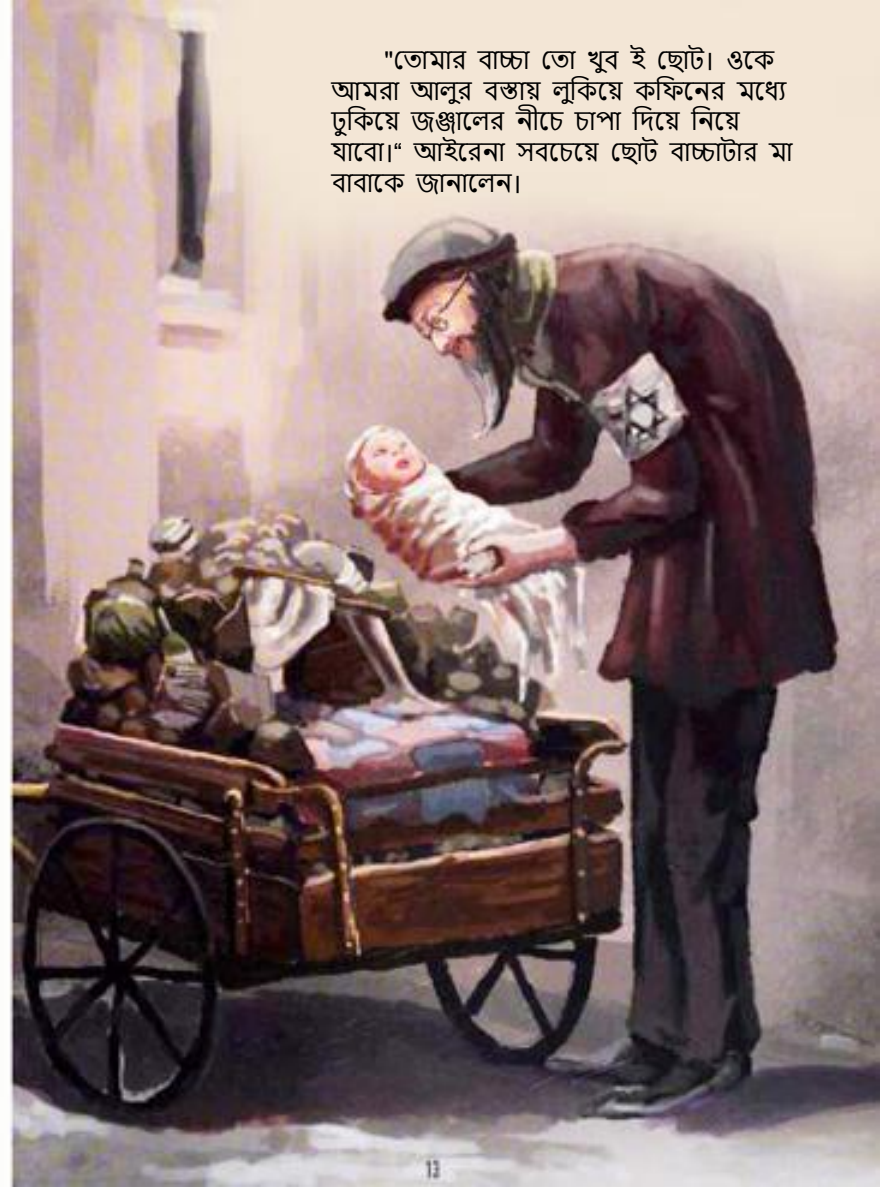
"তোমার বাচ্চা তো খুব ই ছোট। ওকে আমরা আলুর বস্তায় লুকিয়ে কফিনের মধ্যে ঢুকিয়ে জঞ্জালের নীচে চাপা দিয়ে নিয়ে যাবো।“ আইরেনা সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটার মা বাবাকে জানালেন।

ঐ বাচ্চাদের মধ্যে যে বাচ্চাটি সবচেয়ে বড় তার সাথে আইরেনা সরাসরি কথা বললেন।

তিনি বললেন, “সাহসী হও। এখন থেকে কিন্তু তোমার নাম আইস্যাক নয়। তুমি পিওত্র। তোমার এই নতুন নামটা বারবার করে বল, যতক্ষণ না তুমি নিজেকে পিওত্র বলে ভাবতে পারছ। এবার তোমায় এই নতুন ভগবানের স্তোত্র মুখস্থ করতে হবে। কারণ এখন থেকে তুমি ক্যাথলিক।“

পিওত্র শিখল আর অভ্যাস করতে লাগল, সে যীশু খৃষ্টকে প্রণাম করার কায়দাটাও রপ্ত করে ফেলল।

“দারুন হয়েছে। এবার তুমি তৈরি। আমার পিছন পিছন এস।“ আইরেনা বললেন।

তারা তাড়াতাড়ি ইহুদি বস্তির সীমানায় মাঝ বরাবর অবস্থিত কোর্টে ঢুকে পড়ল। আইরেনা পিওত্রকে পুরোনো জামাকাপড় ছেড়ে নতুন জামা পড়ে নিতে বললেন। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে সাবধানে বেড়িয়ে টুক করে বস্তির বাইরে এগিয়ে গেলেন।

অন্য সময় হলে আইরেনার সহকারীরা মাটির নীচে বাঙ্কারে কাজে ব্যস্ত থাকত।

তারাই ইহুদি বাচ্চাদের মাটির নীচের নিকাশি নালার সর্পিল গহ্বরের মধ্যে দিয়ে বাইরের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেত।

নভেম্বর, ১৯৪২

আইরেনা ঝেগোটাতে যোগ দিলেন।

ঝেগোটা হল সাহসী পোলিশ পুরুষ ও মহিলাদের একটা গুপ্ত সংগঠন যাঁরা ইহুদিদের উদ্ধার ও সাহায্য করতে সদা তৎপর ছিল। আইরেনা ইহুদি বাচ্চাদের সাহায্যকারীদের মুখ্য সচিব ছিলেন। তিনি ও তাঁর দলের সবাই প্রতিদিন বহু বাচ্চাকে ইহুদি বস্তি থেকে ছদ্মবেশে পাচার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হত?

আইরেনা এমন বহু লোককে জানতেন যাঁরা এই বাচ্চাদের আপন করে নিতেন। কিছু এমন পরিবার ছিলেন যাঁরা এই বাচ্চাদের লালন পালনের দ্বায়িত্ব নিতেন। কিছু বাচ্চাদের পোলিশ অনাথালয়তে পাঠানো হত। আর বাকী বাচ্চাদের কনভেন্টে পাঠানো হত যেখানে নানেরা এই বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন।
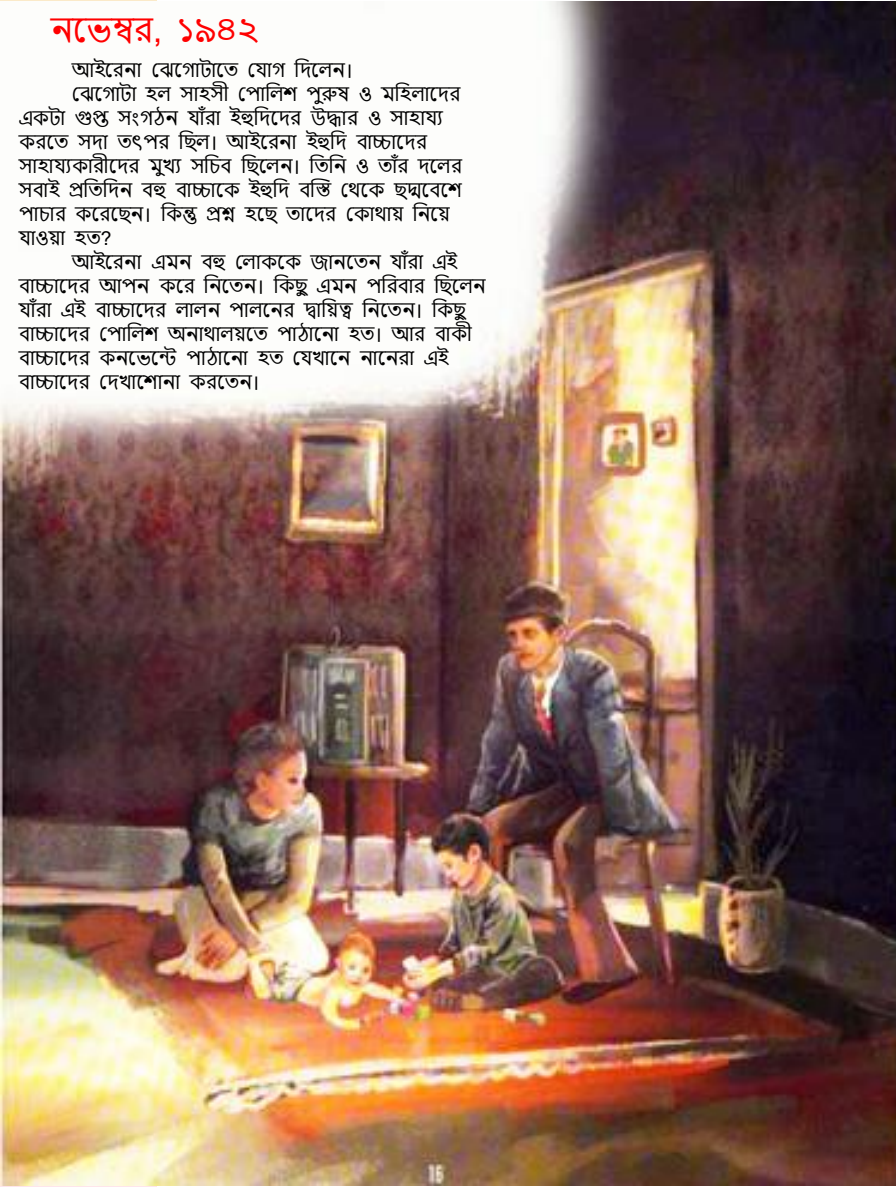
প্রত্যেকেই জানত যে যদি কেউ ইহুদি বাচ্চাকে লুকিয়ে রাখার জন্য ধরা পরে যান তাহলে তাদের ভাগ্যে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সাহসী মানুষগুলো বাচ্চাগুলোকে বাঁচাবার জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না। তাঁরা জানতেন যে তাঁরা সঠিক কাজই করছেন।
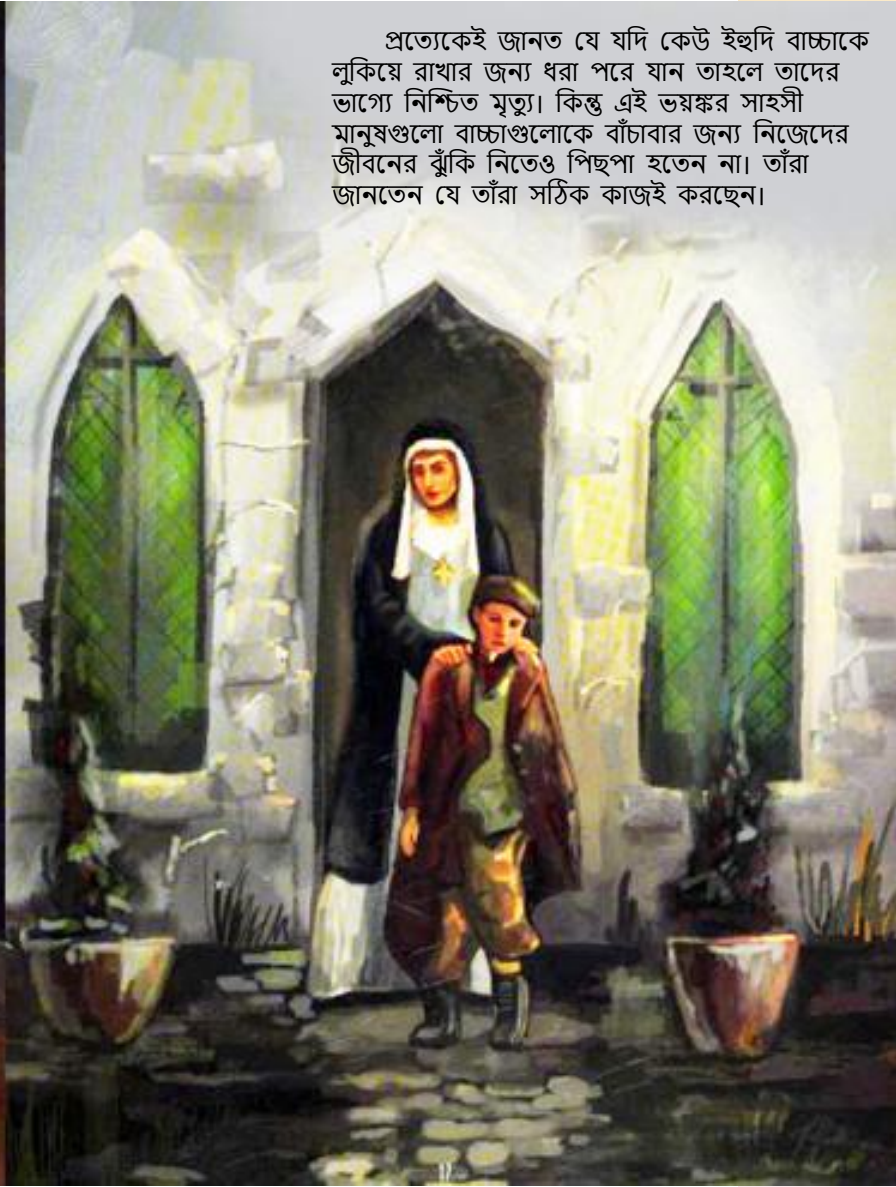
আইরেনা সব নথিবদ্ধ করে রাখতেন।

আইরেনা আর তাঁর সহকারীরা শুধু যে বাচ্চাদের উদ্ধার করতেন তাই নয়, তাঁরা প্রতিটা বাচ্চাকে সাবধানে রাখা হচ্ছে কিনা, তাদের ঠিকমত যত্ন নেওয়া হচ্ছে কিনা তারও খেয়াল রাখতেন। তারা যেসব মানুষ বাচ্চাদের লালন পালন করতেন তাদের নিয়মিত টাকা, জিনিসপত্র, আর খাবার দাবারও সরবরাহ করতেন।
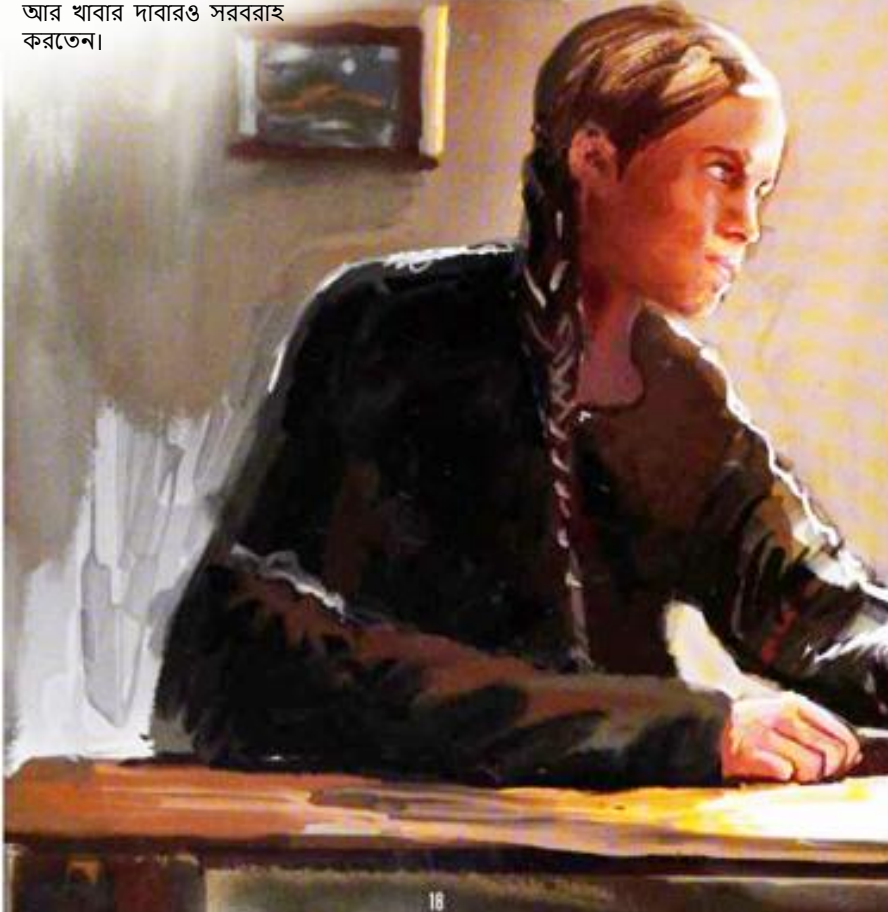
"বাচ্চারা এবার ভাল জায়গাতে আছে।" আইরেনা তাঁর বন্ধু জাগাকে বললেন।

"কিন্তু যখন যুদ্ধ থামবে, বাচ্চাদের তাদের বাবা মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিৎ। আমি তাই বাচ্চাদের আসল নাম গুলো আর তার সাথে তাদের নতুন নাম আর কোথায় তাদের পাঠানো হচ্ছে সব নথিবদ্ধ করে রাখছি।"

"আমিও," জাগা জানাল। "যদি নাতসিদের হাতে এই লিস্টটা পরে তারা হয়ত আমাদের মেরে ফেলবে আর এই বাচ্চাদের আর তাদের নতুন পরিবারকেও খুঁজে বের করবে।"

"প্রত্যেক বাচ্চারই তাদের নিজেদের আসল পরিচয় জানার অধিকার আছে। আর তাদের পরিবারও একদিন তাদের ফিরে পেতে চাইবে। আবার আরেক দিক থেকে ভেবে দেখলে তুমিও ঠিক বলছ যে এটা খুব ই বিপজ্জনক, আর তাই আমাদের ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে।"
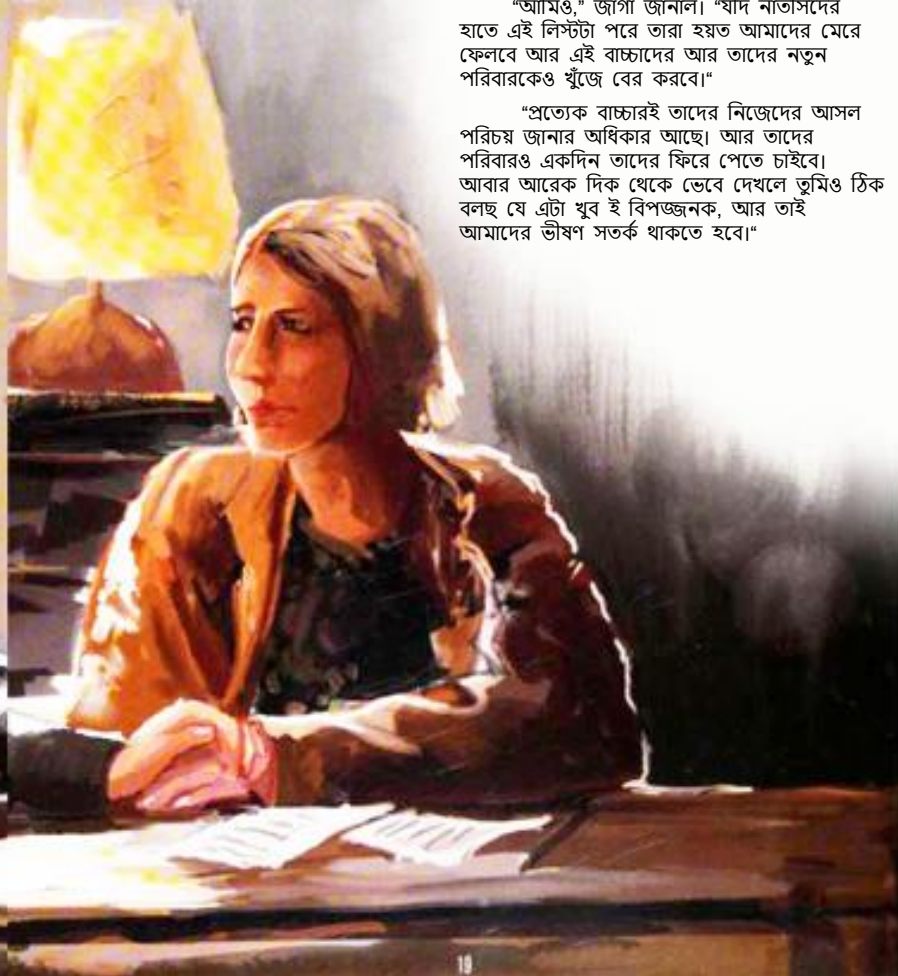
আইরেনার আবাসন,

২০ অক্টোবর, ১৯৪৩

আইরেনা ধরা পড়লেন

তিনি জানতেন যে বাচ্চাদের এই উদ্ধারকার্য বিশাল ঝুঁকিপূর্ণ। তাঁর আশঙ্কা এবার সত্যি হল।

ধুম! ধুম! ধুম!

“দরজা খোল!” একজন দরজা ধাক্কা দিতে দিতে চীৎকার করল।

“আমি গেস্টাপো!”আইরেনা ফিসফিসিয়ে বললেন।

আইরেনা তাঁর লিস্টটাকে তুলে নিলেন হাতে আর জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেবার জন্য উদ্যত হলেন। কিন্তু বাইরেও ইনি দেখলেন অনেক পুলিস ছদ্মবেশে ঘুরছে! পুরো বাড়িটা পুলিশে ঘেরা চারিদিক থেকে!

ধুম! ধুম!

আইরেনা এবার নিরুপায় হয়ে নামের লিস্টটা তাঁরই সাথে যে জাইনা বলে মেয়েটি থাকত তাকে চালান করে দিলেন। জাইনা সাথে সাথে লিস্ট টা তার বগলের মধ্যে জামার তলায় আটকে লুকিয়ে নিল। আর তারপর আইরেনা দরজা খুলল।
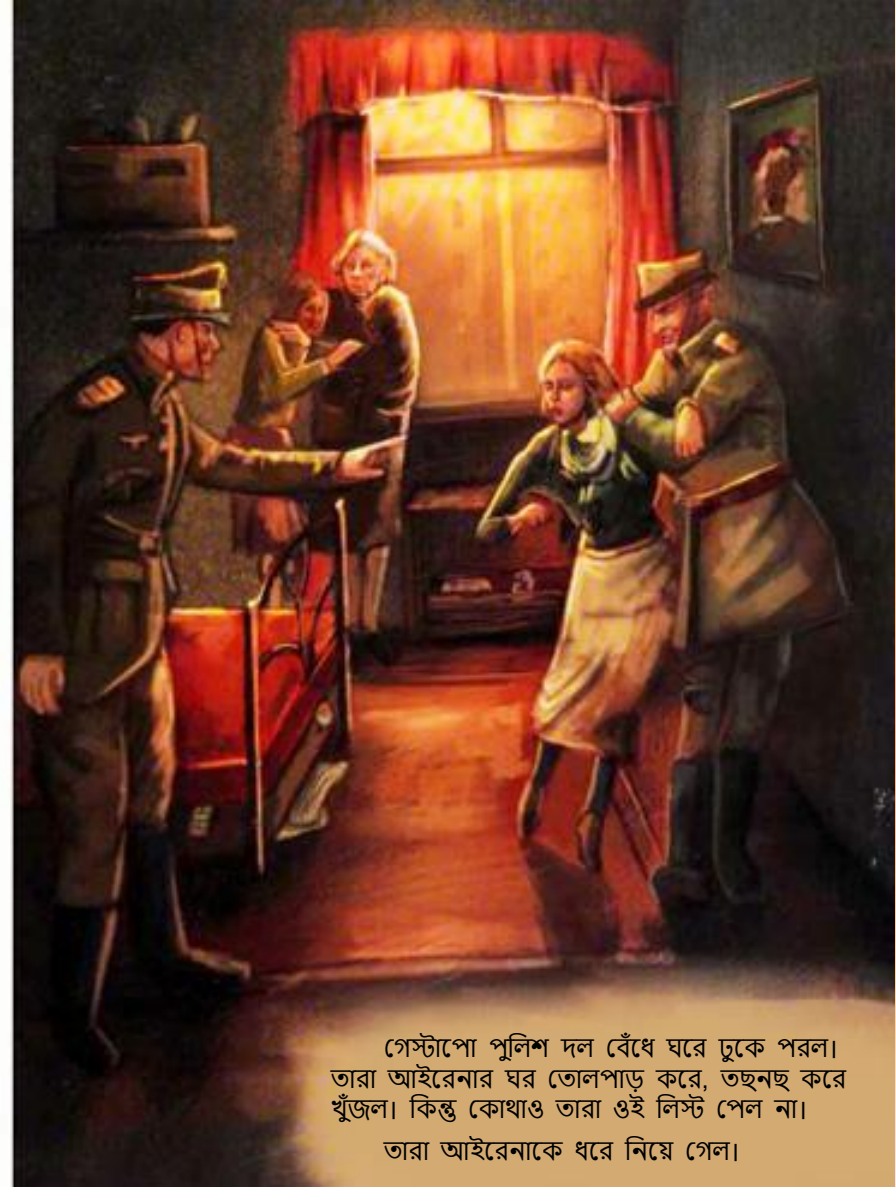
গেস্টাপো পুলিশ দল বেঁধে ঘরে ঢুকে পরল। তারা আইরেনার ঘর তোলপাড় করে, তছনছ করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও তারা ওই লিস্ট পেল না।

তারা আইরেনাকে ধরে নিয়ে গেল।

পাওইয়াক জেল, অক্টোবর ১৯১৩

আইরেনা জেলে গেলেন।

পাওইয়াক জেল ছিল এমন জায়গা যেখানাএ গেস্টাপোদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হত আর যারা নাতসি নিয়মকানুন ভাঙতেন তাদের শাস্তি দেওয়া হত।

"বল তুমি কি জানো ঝেগোটাদের সম্বন্ধে।" গেস্টাপো পুলিশ জানতে চাইলেন।

"আমি শুধু একজন সমাজসেবী।" আইরেনা বললেন।

সাথে সাথে আইরেনার পায়ে পরপর সপাটে ঘা পড়ল, প্রথমে পড়ল চাবুক, আর তারপর পড়ল একটা মোটা স্ট্র্যাপের আঘাত।

কিন্তু আইরেনা একদম চুপ। জেলে আইরেনার দিনগুলো রোজ একই ভাবে কাটত।

প্রথমে টানা ১২ ঘন্টা কাপড় ঘষা। তারপর তাঁর উপর চলত অকথ্য অত্যাচার আর তার সাথে চলত জিজ্ঞাসাবাদ, কিন্তু আইরেনা একেবারে চুপ থাকতেন। তাঁর ঝেগোটা বন্ধুদের একজনেরও নাম মুখে আনতেন না। তাঁকে খেতে দেওয়া হত খুবই অল্প। ক্ষিদে আর সারা গা হাতে পায়ে মারের যন্ত্রণায় তাঁর সারারাত ঘুম আসত না। এভাবেই দিনের পর দিন কাটতে লাগল- ৩ মাস কেটে গেল।
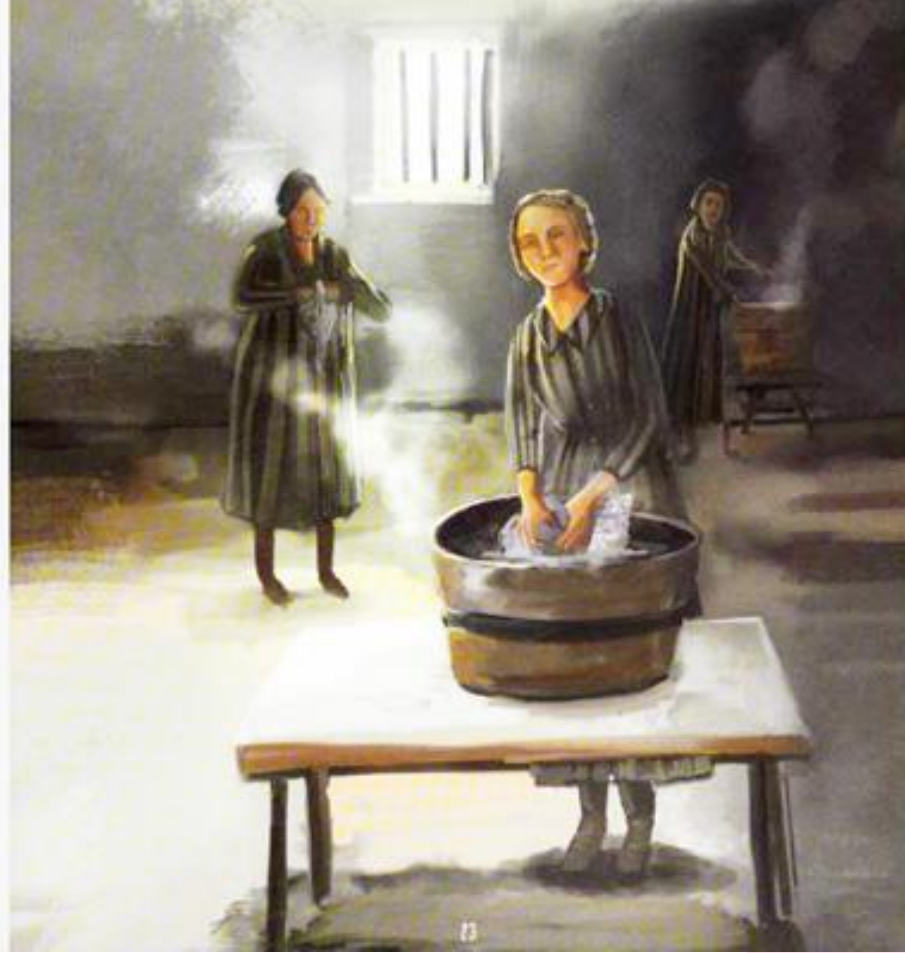
পাওইয়াক জেল, জানুয়ারি ১৯৪৪

একজন গার্ড চীৎকার করে আইরেনার নাম ধরে ডাকলেন, "আইরেনা স্লেন্ডার!"

আইরেনাকে একটা ট্রাকের মধ্যে অন্য অনেক মহিলাদের সাথে গাদাগাদি করে পোরা হল। তাদের গেস্টাপোদের মুখ্য কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হল। আইরেনা ভাবলেন হয়ত তাঁদের এবার মেরে ফেলা হবে। তিনি মনে মনে বললেন, " আমি খুব ই গর্বিত যে আমি একটাও কথা ফাঁস করিনি। এবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।"

আইরেনাকে একটা ঘরের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঢোকানো হল আর তিনি হাঁটু গেড়ে পরে গেলেন। একজন অফিসার তাঁর ঘাড় ধরে তুলে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। তারপর বললেন, "তুমি এখন মুক্ত। যাও এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পার পালাও।"
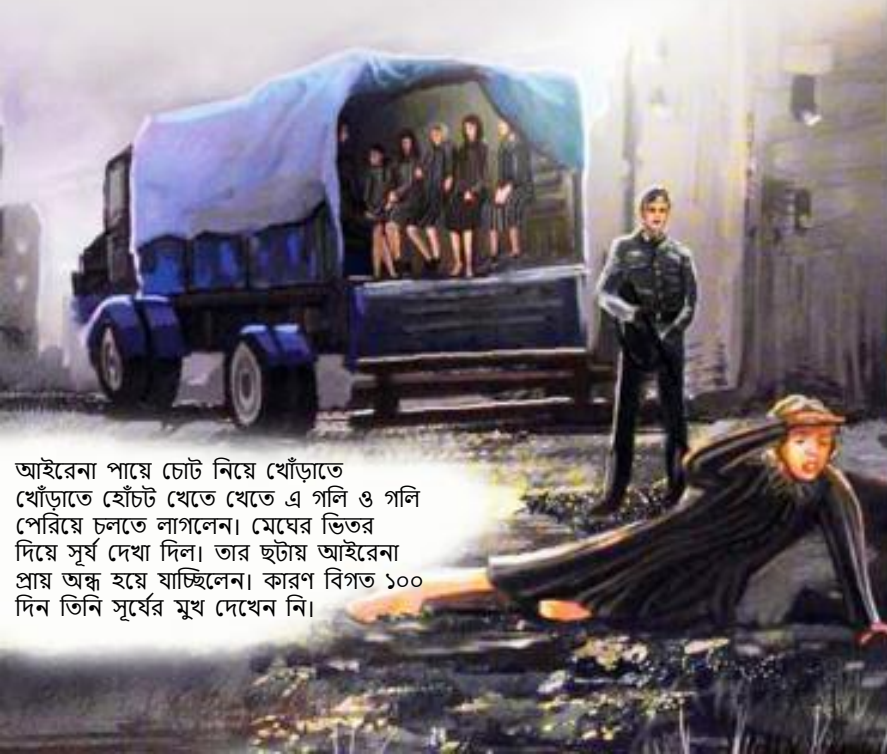
আইরেনা পায়ে চোট নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হোঁচট খেতে খেতে এ গলি ও গলি পেরিয়ে চলতে লাগলেন। মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্য দেখা দিল। তার ছটায় আইরেনা প্রায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ বিগত ১০০ দিন তিনি সূর্যের মুখ দেখেন নি।

আইরেনা লোকালেন।

ঝেগোটা থেকে ঐ অফিসারকে অনেক টাকা দেওয়া হয়েছিল আইরেনাকে মুক্তি দেবার জন্য। কিন্তু এবার আইরেনাকে গোপন জায়গায় লোকাতে হবে কারণ নাতসিদের কাছে তিনি তো মৃত।

আইরেনা একজন বন্ধুর বাড়িতে লোকালেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ওয়ারশ চিড়িয়াখানায় বাচ্চা শেয়ালদের সাথেও এক খাঁচায় থাকলেন। কিন্তু তিনি ঝেগোটাদের সাথে তাঁর কাজ থামালেন না। আর তাঁর বন্ধুরাও সব বাচ্চাদের লিস্ট সযত্নে নিজের কাছে রাখতে থাকলেন।

গ্রীষ্মের শেষ, ১৯৪৪

আইরেনা লিস্টটা লুকালেন।

ওয়ারশ বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় মারামারি শুরু হয়ে গেল। আইরেনা সচেষ্ট হলেন যাতে তাঁর কিছু হয়ে গেলেও যাতে ঐ লিস্ট একদম নিরাপদে থাকে।

একদিন মাঝরাতে, তিনি অ জাগা জাগার বাড়ির পিছনের দালানে পায়ে পায়ে গেলেন। তাঁরা দুজনে শক্ত জমি ছুঁড়ি আরে চামচ দিয়ে খুঁড়তে লাগলেন। আইরেনা মাটির মধ্যে গর্ত করে তিনটি বড় বোতল ভিতরে ঢোকালেন আর তার উপর ভাল করে মাটি চাপা দিয়ে দিলেন। এবার লিস্টগুলো একদম নিরাপদ জায়গায় রইল, বোতল বন্দী হয়ে। আশার কলস।

এরপর

এরপর যুদ্ধ শেষ হল। যে সংস্থা যুদ্ধের পর যাঁরা বেচে রইলেন তাঁদের পরিবারের সাথে মিলিয়ে দেবার ভার নিয়েছিলেন তাদের হাতে আইরেনা লিস্ট গুলি তুলে দিলেন। খুবই দুঃখের বিষয় এই যে, বেশীরভাগ বাচ্চাদের মাবাবাই মারা গেছেন ততদিনে। কিন্তু যে কিছু বাচ্চার মা বাবা তখনও বেঁচে ছিলেন, আইরেনার লিস্টের জন্যই তাঁদের কাছে তাঁদের বাচ্চাদের ফিরিয়ে দেওয়া গেল।

অনেক বাচ্চারাই জানল তাদের আসল পরিচয়। তারা জানল তাদের মা বাবা সেদিন তাদেরকে অপরিচিত আইরেনার হাতে তুলে দিয়ে কত সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

আর সবাই মনে রেখেছিল সাহসী আর সৌহার্দ্যপূর্ণ আইরেনাকে মনে রাখল যিনি তাদের নতুন জীবন দিয়েছিলেন।

বহু বছর পরে মানুষ জানতে চাইল, “আইরেনা, এইসব করার পিছনে কারণ কি ছিল? আপনি ইহুদি বাচ্চাদের জীবন বাচানোর জন্য এত ঝুঁকি নিয়েছিলেন কেন?”

"জার্মানদের অধীন হবার পর আমি দেখলাম পোলিশদের জীবন কিভাবে ডুবতে বসেছিল, আর সবচেয়ে দুরবস্থা ছিল ইহুদিদের। আর তাদের মধ্যেও বাচ্চাদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। আর তাই আমায় তাদের পাশে দাঁড়াতেই হত।"

১২ই মে, ২০০৮। আইরেনা তাঁর বন্ধু বিয়েটার সাথে ব্রেকফাস্ট করছিল। এ হল সেই বিয়েটা, যে বাচ্চাটিকে ছোট্ট যন্ত্রপাতির বাক্সে করে ইহুদি বস্তি থেকে পাচার করা হয়েছিল। বিয়েটা তার মা বাবাকে যুদ্ধে হারিয়েছিল। কিন্তু তার কাছে সেই রূপোর চামচটি ছিল যাতে তার আসল নাম আর পরিচয় লেখা ছিল। আইরেনা এখন ৯৮, দুই বন্ধু খুব ই খুশীমনে গল্প করছিলেন। তখন ই হঠাত আইরেনা চোখ বুঝলেন, চিরদিনের মত।

ইয়াদ ভাশেম যা ছিল ইসরায়েলের ইহুদিদের জীবন্ত হলকস্ট স্মারক স্থল, সেখানে আইরেনাকে সম্মানিত করা হয়। তাঁকে একটি মেডেল দেওয়া হয় যাতে কয়েকটি শব্দ লেখা ছিল- “একটি জীবন বাঁচানো মানে সারা বিশ্বকে বাঁচানো।“

আইরেনা নিজেকে হিরো ভাবতেন না।

"আসলে আমার অনেক বন্ধু আর সহকর্মী ছিল। পৃথিবীর মানুষ কখনো তাদের ভুলবেন না। এটা কোনো হিরোগিরি করার জন্য আমরা করিনি, এটা একটা খুবই সাধারণ আর স্বাভাবিক কাজ ছিল যা যেকোনো হৃদয়বান মানুষই করতেন।“

লেখকের নোট

১৯৯৯ সালে কানসাসের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী খবরের কাগজে প্রথম পোলিশ মহিলা আইরেনা স্লেন্ডারের সম্বন্ধে পড়েন। আইরেনা নাতসিদের হাত থেকে ২৫০০ বাচ্চাকে বাঁচিয়েছিলেন।

“আমি এনার কথা এর আগে কেন শুনিনি? এলিজাবেথ অবাক হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর আশেপাশের অনেক মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কেউই আইরেনা স্লেন্ডার সম্বন্ধে জানতেন না। এলিজাবেথ, তাঁর শিক্ষক মিঃ কোনার্ড আর দুজন বন্ধু, মেগান স্টুয়ার্ট আর সাব্রিনা কুনের সাহায্যে আইরেনার দুঃসাহসী কাজ ও জীবনের উপর এক ছোট নাটিকা লিখে মঞ্চস্থ করলেন।

এলিজাবেথ, মেগান, আর সাব্রিনা এই নাটিকার জন্য পুরস্কৃতও হলেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের সাথে যুক্ত হলেন আইরেনার গল্প লকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।

এলিজাবেথ, মেগান, আর সাব্রিনা পোল্যান্ডেও গেলেন আইরেনার সাথে দেখা করতে। তখন যদিও আইরেনার অনেক বয়স তবুও তাঁর চোখমুখ তখনও বাচ্চাদের কথা শুনলে চিক চিক করে উঠত। তাঁর বুক তখনও বাচ্চাদের কথা ভাবলে কেঁদে উঠত।

আইরেনা হলকস্টের একজন জীবন্ত প্রমাণ ছিলেন- তাঁর কথা শুনলেই মনে হত সত্যি এমন ঘটনাও ঘটেছিল, এ কোনো গল্প বা বানানো কথা নয়।

ঠিক আমার কাকীমা সিল্ভিয়ার মত।

“মানুষ কেন এই কথা জানে না?” আমি আমার কাকীমার মুখে তাঁর ছোটবেলায় পোল্যান্ডের লোডজ ইহুদি বস্তির কথা শুনেও অবাক হয়েছিলাম। কানসাসের অন্য সব মেয়েদের মত আমিও অনবদ্য সব গল্প সবাইকে বলতে চাইছিলাম। তাই আমি একটি বই লিখলাম। হলুদ তারা।

ছোট্ট সিল্ভিয়া যিনি পরে আমার কাকীমা সিল্ভিয়া হয়েছিলেন তিনি আইরেনা স্লেন্ডার যে ইহুদি বস্তিতে কাজ করতেন তার থেকে মাত্র ৮০ মেইল দূরে বড় হচ্ছিলেন। যদিও তাঁদের দুজনের জীবন আলাদা ছিল তবু তাঁরা দুজনেই ঐ দুর্দিনেও হৃদয়ে অনেক সাহস আর আশা রেখেছিলেন।

আশা

জেনিফার রয় ১২ই আগস্ট, ২০১৪